দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা: ১৮ কলাম ... ৭ ...

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়গুলোতে জুম চাষের ধুম পড়েছে। উপজাতীয় জুমিয়া পরিবারের নারী-পুরুষ সবাই এখন জুম জমিতে নানা ফসলের চাষাবাদে মহাব্যস্ত। সুদীর্ঘকাল থেকেই উপজাতীয়রা তাদের ঐতিহ্যবাহী এ জুম চাষের মাধ্যমে জীবিক নির্বাহ করে আসছে। সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও আদি পদ্ধতিতে পাহাড়ে জুম চাষের জন্য ফলে এ পার্বত্য এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জুম চাষের প্রতিবছর হাজার-হাজার পাহাড়ের গাছপালা, বনজঙ্গল কেটে আগুনে পোড়ানোর ফলে সবুজ অরণ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে বিলুপ্ত হতে চলেছে পার্বত্যাঞ্চল থেকে বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব। প্রকৃতির প্রচণ্ড দাবদাহ আর এ জুম চাষের উদ্দেশ্যে তিন পার্বত্য জেলা- খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের বিপুল সংখ্যক অগ্নিদগ্ধ পাহাড় ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। প্রবল বর্ষণে এ পাহাড়গুলোতে ভয়াবহ আকারে মাটি ক্ষয় কিংবা ধস নামার আশংকা প্রকাশ করছেন মৃত্তিকা বিজ্ঞানীরা।

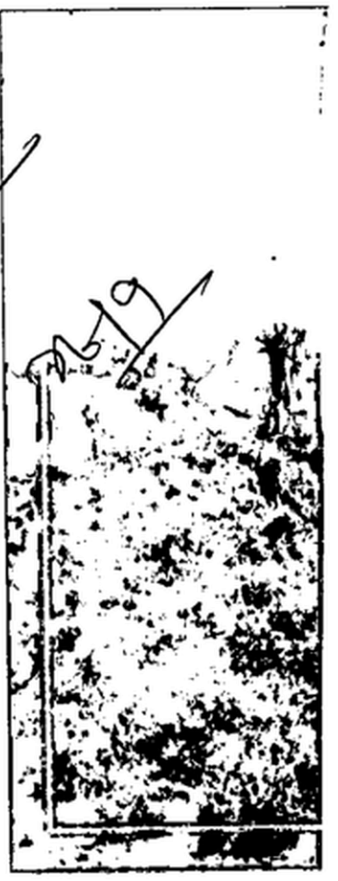

প্রতিবছর নতুন নতুন পাহাড় বেছে নেয়া হয় জুম চাষের জন্য। স্থান পরিবর্তন করে পাহাড়ে চাষাবাদ করাই হচ্ছে জুম চাষ। উপজাতীয় জুমিয়া পরিবাররা প্রতিবছর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে সুবিধামত একটি অনাবাদি পাহাড় খুঁজে নেয় জুম চাষের জন্য। নির্বাচিত পাহাড়ের উঁচু-নীচু ঢালুর বন-জঙ্গল গাছপালা সম্পূর্ণ কেটে সাফ করে এগুলো রোদে শুকানো হয়। প্রায় মাস খানেক শুকানোর পর এপ্রিল. মাসে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয় পাহাড়ের সমস্ত বনজঙ্গল। জুমিয়া পরিবারের সদস্যরা পোড়া-আবর্জনা পরিষ্কার করে বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষায় থাকে। ভারি বৃষ্টিতে ভিজে নরম [illegible] পর পাহাড়ের মাটি খুঁড়ে রোপণ